দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 4 1999
পৃঃ কলাম

তদন্তে প্রমাণিত হলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ চরম অনিয়ম, সীমাহীন দুর্নীতির কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। অনিয়ম এবং দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিক্ষকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করায় বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নবাবগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক সৈয়দ আলীসহ তার সহযোগী কয়েকজন শিক্ষক দারুনভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে, নবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মোজাম্মেল হক (বর্তমানে এলপিআর) সদর থানার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার বদিউজ্জামান, নবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের উচ্চমান সহকারী সাইদুর রহমান, নবাবগঞ্জ থানা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে আনিত দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ বিভাগীয়ভাবে তদন্তে প্রমাণিত হবার পরেও তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তারা সদম্ভে অনিয়ম ও দুর্নীতির রাজ্য কায়েম করে চলেছে এবং অভিযোগকারীদের হুমকি-ধামকি দিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেস ক্লাবে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহবায়ক সৈয়দ আলী ও সহকারী আহবায়ক আবুবাক্কার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, গত ২-৯-৯৮ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদাত হুসাইন বরাবরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক অনিয়ম ও সীমাহীন দুর্নীতি, অবসরপ্রাপ্ত (বর্তমানে) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোজাম্মেল হক-এর সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের ৬টি নির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আবেদন করেন। প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তে অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব স্মারক নং প্রাগ-বি/প্রশা-১/অভিযোগ-৭৫/৯৮-১৩১৫- তারিখ ১৪/১১/৯৮ ইং পত্র মারফত মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বাংলাদেশ ঢাকার কাছে অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিবের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলেও এ পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপরন্তু আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মকভাবে, কাউকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত, কাউকে দূর-দূরান্তে বদলি করে হয়রানি করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সৈয়দ আলী, আবুবাক্কার, আবদুর রশিদ ও শহিদুল ইসলাম ৪ জন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রতিকারের দাবী জানিয়েছেন।